



132273 - ষাটজন মসিকীনকে একসাথে খাওয়ানো কি ওয়াজবি? নজি পরবিারকে কি কাফফারা হতে খাওয়ানো যায়?

প্রশ্ন

আমি স্বচ্ছেয় রমজান মাসে একদিন রোযা ভেঙে ফেলেছিলাম। এখন ষাটজন মসিকীনকে খাওয়ানোর নয্যিত করছি। প্রশ্ন হচ্ছে-মসিকীনদেরকে কি একবারই খাওয়ানো শর্ত, নাকি আমি প্রতিদিন তনি বা চারজন করে মসিকীন খাওয়াতে পারি? আমার পরবিারের সদস্যরা (যমেন আমার বাবা,মা ও ভাইয়েরা) যদি মসিকীন হয়ে থাকে আমি কি তাদেরকে খাওয়াতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সহবাসছাড়া অন্যকোনো মাধ্যমে যদি রমজান রোযা ভঙগ করা হয় থাকে, তবে সে ঠিক মতানুযায়ী এরকোনো কাফফারানই। তবে এক্ষেত্রে ওয়াজবি হল তওবাকরা এবং সেই দিনের রোযা কাযাকরা। আর যদি সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভঙগ করা হয় থাকে তবে সে ক্ষেত্রে তওবাকরতে হবে, সেই দিনের রোযা কাযাকরতে হবে এবং কাফফারা আদায় করতে হবে। রোযার কাফফারা হলো একজন মুমিন দাস মুক্ত করা। যদি তা না পাওয়া যায় তবে ক্ষেত্রে লোগাতর দুই মাস সিয়াম পালন করতে হবে। আর সটোও যদি তার পক্ষে সম্ভবপর না হয় তবে সে ব্যক্তি ষাটজন মসিকীনকে খাওয়াবে।

যদি সে ব্যক্তি পূর্বে উল্লেখিত দাস মুক্তি ও সিয়াম পালনে অক্ষমতার কারণে মসিকীন খাওয়ায় তবে তাঁর জন্য মসিকীনদেরকে একসাথে খাওয়ানো জায়গে। অথবা সাধ্যমত কয়েকবারে খাওয়ানোও জায়গে। তবে মসিকীনদের সংখ্যা অবশ্যই ষাট পূরণ করতে হবে। এই কাফফারার খাবার বংশমূল যমেন- বাবা, মা, দাদা, দাদী, নানা, নানী এদেরকে প্রদান করা জায়গে নয়। একইভাবে যারা বংশধর (শাখা) যমেন ছলেমেয়ে, ছলেমেয়েদের ছলেমেয়ে তাদেরকেও প্রদান করা জায়গে নয়।

আল্লাহই তাওফিক দাতা। আল্লাহ আমদরে নবী মুহাম্মাদ, তার পরবিারবর্গ ও সাহাবীগণেরে প্রতিরিহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।”সমাপ্ত।

গবষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

আশ-শাইখ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল ‘আযীয বনি বায, আশ-শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে গুদাইইয়ান, আশ-শাইখ সালহে আল ফাওয়ান, আশ-শাইখ আবদুল ‘আযীয আল আশ-শাইখ, আশ-শাইখ বাকর আবু যাইদ।